ইব্‌লীস

পবিত্র কোরআনে ইব্‌লীস /শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেছেন?

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ ইব্‌লীস/শয়তান

" শয়তান" শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৮৮ বার এবং "ইব্‌লীস" শব্দটি ১১ বার উল্লেখিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল-বাকারাহ্

১) ইব্‌লীস আমার (আল্লাহর) আদেশ অমান্য করে ও অহংকার করে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ৩৪

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَ

ٱسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

এবং যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইব্‌লীস ব্যতীত সকলে সিজদা করেছিল; সে অগ্রাহ্য করলো ও অহংকার করলো এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আ'রাফ

২) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, তারপর আকৃতি দান করি এবং ফিরিশতাদের আদমকে সিজদা করতে বলি। ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

সুরা ৭ আ'রাফ, আয়াতঃ ১১

Click herehttp://www.morningbrightness.fi/

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنٰكُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اسۡجُدُوۡا

لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِيۡسَ ؕ لَمۡ يَكُنۡ مِّنَ السّٰجِدِيۡنَ ﴿۱۱﴾

আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি , অতঃপর তোমাদেরকে রূপ দান করেছি, তারপর আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা আদম(আঃ)-কে সিজদা কর, তখন ইব্‌লীস ছাড়া সবাই সিজদা করলো, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হিজর

৩) ইব্‌লীস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।

সুরা ১৫ আল হিজর, আয়াতঃ ৩১

اِلَّاۤ اِبۡلِيۡسَ ؕ اَبٰۤى اَنۡ يَّكُوۡنَ مَعَ السّٰجِدِيۡنَ ﴿۳۱﴾

কিন্তু ইব্‌লীস ব্যতীত । সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।

৪) আল্লাহ বললেন,হে ইব্‌লীস! তোমার কি হলো যে তুমি সিজদাকারীদের অনর্ভুক্ত হলে না?

সুরা ১৫ আল হিজর,আয়াতঃ ৩২

قَالَ يٰۤاِبۡلِيۡسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوۡنَ مَعَ السّٰجِدِيۡنَ ﴿۳۲﴾

তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ হে ইব্‌লীস! তোমার কি হলো যে, তুমি সিজদাকারীদের অনর্ভুক্ত হলে না?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা কাহাফ

৫) ইব্‌লীস জ্বিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো? তারা তো তোমাদের শত্রু। জালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।

সুরা ১৮ কাহাফ, আয়াতঃ ৫০

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن
دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۖ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

এবং (স্মরণ কর) আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বলেছিলামঃ তোমরা আদমকে সেজদা কর তখন ইব্‌লীস ছাড়া সকলে সেজদা করলো। সে জ্বিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো; তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছো ? তারা তো তোমাদের শত্রু। যালিমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বিনিময়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ত্বা-হা

৬) স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণকে বললাম, 'আদমের প্রতি সিজদা কর,'তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো,সে অমান্য করলো।

সুরা ২০ ত্বা-হা, আয়াতঃ ১১৬

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

স্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদম(আঃ)-কে সিজদা কর , তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করলো ; সে অমান্য করলো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ-শুয়ারা.

৭)এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকে।

সুরা ২৬ আশ শুয়ারা, আয়াতঃ ৯৫

وَ جُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾

এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সাবা

৮) ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করলো ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করলো।

সুরা ৩৪ সাবা ,আয়াতঃ ২০

وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

তার সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করলো, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করলো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সাদ

৯)ইবলীস অহংকার করলো এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

সুরা ৩৮ সাদ, আয়াতঃ ৭৪

اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

শুধু ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করলো এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

১০) 'হে ইবলীস! তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে না, না তুমি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন?'

সুরা ৩৮ সাদ, আয়াতঃ ৭৫

قَالَ يٰٓاِبۡلِيۡسُ مَا مَنَعَكَ اَنۡ تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَىَّ ؕ

اَسۡتَكۡبَرۡتَ اَمۡ كُنۡتَ مِنَ الۡعَالِيۡنَ ﴿۷۵﴾

তিনি আল্লাহ বললেনঃ হে ইবলীস ! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,দুনিয়ায় যদি আমাদের কাউকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমরা প্রাণপন চেষ্টা করবো সে আগুন থেকে বাঁচার জন্য। ইবলীসের পথ অনুসরণ করলেই আমাদের দোজখে নিক্ষেপ করা হবে ।তাই আসুন , বিচারের দিনের সেই ভয়াবহ আগুনে নিক্ষেপের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথ অনুসরণ করি এবং ঈমান ও সহীহ আ'মল করি এ দুনিয়ার জীবনে।

আসুন ইবলীসের দেখানো পথে আমরা যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐ পথে ধাবিত না হই আমরা সর্বদা আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....